'চেপে রাখা ইতিহাস'এর উপর এক কলম

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফ্‌তী গোলাম ছামদানী রেজবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফতীয়ে আযমে বাঙ্গাল শায়েখ

গোলাম ছামদানী রেজবী

ইসলামপুর কলেজ রোড, পোঃ-ইসলামপুর,

মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

pdf By Syed Mostafa Sakib

CHEPE RAKHA ITIHASER UPORE AK KALOM (BENGALI)

Writer : Muftie Azam e Bengal Shaikh Golam Samdani Razvi
Islampur College Road, Murshidabad (W.B), Pin - 742304
E-mail- rezadarulifta92@gmail.com

প্রকাশনায়
রেজা দারুল ইফতা সোসাইটি
ইসলামপুর কলেজ রোড,পোঃ- ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ,
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন — ৭৪২৩০৪

পরিবেশনায়
রেজবী খাযানা
ইসলামপুর কলেজ রোড, পোঃ- ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ,
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন — ৭৪২৩০৪,
মাবাইল নং - ০৯৭৩৫২০৩৫৩৫

প্রথম প্রকাশ — ১,১, ২০১৪

(সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত)

অক্ষর বিন্যাস — মোহাম্মাদ উরফে ইমরান উদ্দিন রেজবী
ইসলামপুর কলেজ রোড, পোঃ- ইসলামপুর,
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
মোবাইল - ০৯১৪৩৪৬০৩৭৯
E-mail- imranuddinrezvi@gmail.com

মূল্য : ২২.০০ টাকা

ভুমিকা

উপমহাদেশে সাইয়েদ আহমাদ রায় রেবেলবী ও ইসমাঈল দেহলবী সাহেব ইতিহাসের আলোকে ওহাবী বলিয়া প্রসিদ্ধ রহিয়াছেন। কিন্তু মেমারীর গোলাম মোর্তজা সাহেব তাহার 'চেপে রাখা ইতিহাস' এর মধ্যে সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবীকে আকাশ ছোঁয়া প্রসংশা করিয়াছেন এবং তিনি আসল ইতিহাসকে আড়াল করতঃ একটি নতুন ইতিহাস রচনা করিয়াছেন যে, ওহাবী বলিয়া দুনিয়াতে কোন দিন কোন মত পথ ছিলো না এবং আজো নাই। ওহাবী কথাটি কেবল ইংরেজদের চক্রান্তে মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার হইয়া গিয়াছে। এই 'ওহাবী' শব্দের আড়ালে ইংরেজরা মুসলমানদের মধ্যে একটি ফিৎনা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। বহু মানুষের মধ্যেও এই প্রকার ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে। 'চেপে রাখা ইতিহাস' সম্পর্কে ১৯৯৪ সালে আমি আমার 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যায় লিখিয়া ছিলাম - 'চেপে রাখা ইতিহাস' এর উপর এক কলম। বহুদিন হইয়া গিয়াছে, গোলাম মোর্তজা সাহেব আমার পত্রিকার জবাব দেওয়ার কোন প্রয়োজনবোধ করেন নাই। তবে তিনি যে আমার পত্রিকা হাতে পান নাই এমন কথা নয়। একাধিক ব্যক্তি আমার নিকটে শুনাইয়াছেন যে, আমরা তাহার হাতে আপনার পত্রিকা এক রকম জোর করিয়া তুলিয়া দিয়াছি। কারণ, তাহার কথা হইল আমি কোন ছোট খাঁটো লেখকের বই পুস্তক পড়িয়া থাকি না। যাইহোক, আমার অনেক ভাই আমার নিকটে বারবার আবেদন করিয়াছেন যে, আপনি আপনার পত্রিকা থেকে লেখাটি বাহির করতঃ সতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়া দিন। ইহাতে সমাজের উপকার হইবে। এই কারণে আবার নতুন ভাবে প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

গোলাম ছামদানী রেজবী

জানুয়ারী - ২০১৩

pdf By Syed Mostafa Sakib

"চেপে রাখা ইতিহাস" এর উপর এক কলম

"চেপে রাখা ইতিহাস" এর লেখক গোলাম আহ্মাদ মোর্তজা। গোলাম মোর্তজা সাহেব আলেম না হইলেও একজন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি, ইহাতে সন্দেহ নাই। তিনি বাংলা ভাষায় বাঙ্গালী মানুষের কয়েকখানা নামকরা পুস্তক উপহার দিয়াছেন। যথা - পুস্তক সম্রাট, ইতিহাসের ইতিহাস ও সেরা উপহার ইত্যাদি। তাহার অবদান কেবল এখানেই সমাপ্ত নয়, তিনি স্বয়ং বক্তা সম্রাট হইয়া সভা-সমিতিতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন! আবার তাহার অবদানের আর একটি উজ্জ্বল দিক হইল, যে স্থানে তাহার শুভাগমন হয় সেখানে মিলনের পরিবর্তে বিচ্ছেদের বীজ বপন করিয়া থাকেন। ইহা কাহারো অজানা নয়, গোলাম মোর্তজা সাহেবের আবির্ভাবের পর হইতে পশ্চিম বাংলায় বেরেলবী ও দেওবন্দীদের মত পার্থক্যের চাপা আগুন আগ্নেয়গিরি রূপ ধারণ করিয়াছে। তিনি এক শ্রেণীর মানুয়ের নিকট শ্রদ্ধার ও প্রশংসার পাত্র হইলেও তাহার প্রতি এক শ্রেণীর মানুষের চরম অশ্রদ্ধা ও ক্ষোভ রহিয়াছে। কারণ, তিনি অধিকাংশ সময় অনধিকার চর্চা করিয়া থাকেন। কেয়াম করা জায়েজ কিনা? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লমের ইল্মে গায়েব আছে কিনা? ইত্যাদি বিতর্কিত বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা করিবার অধিকার রাখিয়া থাকেন উলামা সম্প্রদায়। গোলাম মোর্তজা সাহেব খুঁড়িয়ে মোড়ল হইবার ন্যায় বক্তৃতার মাধ্যমে বিতর্কিত বিষয়ের উপর চ্যালেঞ্জ করিয়া থাকেন। কোন আলেম তাহার চ্যালেঞ্জ গ্রহন করিলে তিনি কোরআন, হাদীসের আলোকে সমস্যা সমাধান করিবার পরিবর্তে বিভিন্ন প্রকার ছল-চাতুরি কলাকৌশল অবলম্বণে প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ফলে সভায় দাঙ্গা -হাঙ্গামা সৃষ্টি হইয়া যায়। এই প্রকারে শত শত সভা হৈ হুল্লোড়ে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বর্তমান সালের ১৯শে মে আমাদের মাদ্রাসার লাইব্রেরীতে একটি কিতাব খুঁজিতে গিয়া 'চেপে রাখা ইতিহাস' দেখিতে পাইলাম। পূর্ব হইতে পুস্তকটির নাম শোনা ছিল কিন্তু পড়িবার সুযোগ হয় নাই। আজ সামনে পাইয়া পাঠ করিবার প্রেরণা জন্মাইল যে, লেখক তাহার পুস্তকে প্রকৃত ইতিহাসগুলি চাপিয়া দিয়াছেন, না প্রকৃত চাপা পড়া ইতিহাসগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েক ঘন্টা পড়াশোনা করিবার পর বুঝিলাম যে, নামের সঙ্গে পুস্তকের যথার্থ মিল রহিয়াছে। দুইটি দিক তাহাতে বিদ্যমান। যেমন লেখক বহু সত্য তথ্য পরিবেশন

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostofa Sakib

করিয়াছেন, তেমন বহু সত্য তথ্য গোপনও করিয়াছেন। নমুনা স্বরূপ কিছু অংশের উপর আলোচনা করিতেছি ঃ-

গোলাম মোর্তজা সাহেব লিখিয়াছেন, ("সৈয়দ আহমাদ বেরেলী ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে নভেম্বর জন্মগ্রহন করেন। ইংরেজ বিতাড়ন পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এমন গাঢ় হয়ে বসে গেল যে তিনি বিখ্যাত আলেম হওয়ার সময় আর পেলেন না।" ('চেপে রাখা ইতিহাস ৩০৭ পৃষ্টা')

আমার বক্তব্য আরম্ভ করিবার পূর্বে গোলাম মোর্তজা সাহেবকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। কারণ, নামকরা লেখক হইতে হইলে এই প্রকার লেখার প্রয়োজন রহিয়াছে। সত্যিই লেখক একজন সেরা ঐতিহাসিক বটে! গোলাম মোর্তজা সাহেবের উক্তি হইতে প্রমাণ হইয়া থাকে যে, সৈয়দ আহমাদ বেরেলবী একজন আলেম ছিলেন। কিন্তু বিখ্যাত আলেম হইবার সুযোগ পাইয়া ছিলেন না। কারণ, ইংরেজ বিতাড়ন পরিকল্পনায় ব্যস্ত ছিলেন। লেখকের উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। সাইয়েদ সাহেবকে সামালাইবার জন্য নিজের কাল্পনিক কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার উক্তির স্বপক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণ পেশ করিতে পারিবেন না।

সাইয়েদ সাহেব সম্ভ্রান্ত ঘরের একজন বুদ্ধিহীন বালক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত স্মৃতিশক্তি শূণ্য শিশু ছিলেন। শত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে লেখাপড়া শেখানো সম্ভব হয় নাই। মোট কথা তাহার ভাগ্যে লেখাপড়া ছিল না। সাইয়েদ সাহেবের কোন জীবনীকার তাহাকে আলেম বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারেন নাই। এ সম্পর্কে তাহার জীবনীকারদের মতামত নেওয়া ভাল।

গোলাম রসুল মোহর লিখিয়াছেন, চারি বৎসর চারি মাস চারিদিন বয়সের সময় তৎকালীন ভদ্র ঘরের নিয়ম মত তাঁহাকে (সাইয়েদ আহমাদকে) মক্তবে পাঠানো হইল। তিনি ছিলেন সেই বংশের একমাত্র সম্পদ। তাই তাঁহাকে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে কোন প্রকার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও লেখাপড়ার প্রতি তাঁহার কোন উৎসাহ ছিল না। ..... মৌলবী আবদুল কাইউম বলেন, - কিতাব পাঠ করার সময় সৈয়দ সাহেবের দৃষ্টি হইতে কিতাবের অক্ষরগুলি অদৃশ্য হইয়া যাইতো। রোগ মনে করিয়া চিকিৎসা করাইয়াও কোন ফলোদয় হইল না। শাহ আব্দুল আযীয এই কথা শুনিয়া উপদেশ দিলেন, - 'কোন সূক্ষ্ম বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, উহা অদৃশ্য হইয়া যায় কিনা?' পরীক্ষায় দেখা গেল, অতি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বস্তুও তিনি

দেখিতে পান। শাহ্ সাহেব বলিলেন, 'লেখাপড়া ছাড়িয়া দাও। কারণ সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে না পাইলে মনে করিতাম, ইহা কোন রোগ। তাই মনে হয়, ইল্মে যাহেরী লাভ করা তাঁহার অদৃষ্টে নাই।' (হজরত সৈয়দ আহমাদ শহীদ (বাংলা) ৪২/৪৩ পৃঃ)

উপরের উদ্ধৃতি এই কথাই বলিয়া থাকে, লেখাপড়ায় অমনোযোগী বদ্‌মাইশ বালকের ন্যায় সাইয়েদ সাহেব অক্ষর দেখিতে পান না বলিয়া ভান করিতেন। আর সত্যিই যদি দেখিতে না পাইতেন তাহা হইলে মনে করিতে হইবে, সাইয়েদ সাহেবের প্রতি কোন কারণে খোদাই অভিশম্পাৎ ছিল।

সাইয়েদ সাহেবের স্মৃতিশক্তিহীনতা সম্পর্কে মির্যা হায়রাত দেহ্‌লবী লিখিয়াছেন - "কারীমা বাহ্ বখশায়ে বর হালেমা।" এই ছন্দটি কণ্ঠস্থ করিতে সাইয়েদ সাহেবের তিনদিন সময় লাগিয়াছিল। আবার ইহার মধ্যে কখন 'কারীমা' ভুলিয়া গিয়াছেন, আবার কখন 'বর হালেমা' ভুলিয়া গিয়াছেন। (হায়াতে তাইয়েবা ৩৯০ পৃষ্ঠা)

সাইয়েদ মোহাম্মাদ আলী লিখিয়াছেন, - "দীর্ঘ তিন বৎসরের মধ্যে সাইয়েদ সাহেব কেবল কোরআন শরীফের কয়েকটি সুরা পড়িতে এবং আরবী অক্ষরগুলি লিখিতে শিখিয়াছিলেন।" (মাখ যানে আহ্‌মাদী ১২ পৃঃ)

মির্যা হায়রাত লিখিয়াছেন, "তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা পড়া যপিবার পর সামান্য কিছু মুখস্ত করিতেন, আবার পরদিন তাহা ভুলিয়া যাইতেন। যখন সাইয়েদ সাহেবের এই অবস্থা হইল, তখন পিতা-মাতা তাঁহাকে তিরস্কার ও মারপিট পর্যন্ত করিয়াছিলেন। ইহাতেও পিতা-মাতার আশা পূর্ণ হইল না। তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আল্লাহর তরফ হইতে তাহার বুদ্ধিতে তালা লাগিয়া গিয়াছে। কোন প্রকার চেষ্টাতে পড়াশোনা হইবে না। তখন তাঁহারা বাধ্য হইয়া পড়া হইতে উঠাইয়া নিয়াছিলেন। (হায়াতে তাইয়েবা ৩৯১ পৃঃ)

বোকা বালকদের পিতা-মাতাগণ সহজে লেখাপড়া হইতে উঠাইয়া নিতে চাহিয়া থাকেন না। সাইয়েদ সাহেবের পিতা-মাতা তাহাকে পড়াশোনা হইতে উঠাইয়া নিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা থেকে বুঝা যাইতেছে যে, সাইয়েদ সাহেব বোকার বোকা ছিলেন।

মির্যা হায়রাত আরো লিখিয়াছেন - "সাইয়েদ সাহেব একজন নামকরা নির্বোধ বালক ছিলেন। মানুষের ধারণা ছিল, তাহার লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া অর্থহীন হইবে। কখন কিছু শিখিতে পারিবে না। সাইয়েদ সাহেব কেবল

বাল্যকালে লেখাপড়ার প্রতি অনাগ্রহী ছিলেন এমন কথা নয়। বরং তিনি যুবক হওয়া পর্যন্ত কোন সময় লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী হন নাই।'' (৩৮৯ পৃঃ)

মির্যা হায়রাতের বর্ণনা হইতে পরিস্কার হইয়া গিয়াছে যে, লেখাপড়ার প্রতি সাইয়েদ সাহেবের কোন সময় উৎসাহ ছিল না। তাঁহার মুর্খামি ও নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে মির্যা হায়রাত আরো লিখিয়াছেন, - ''সাইয়েদ সাহেব ১৯ বৎসর বয়সে প্রথমবার লাখনউ গিয়াছি'লেন। লাখনুতে শিয়া ও সুন্নীর চরম মতবিরোধ ছিল। এতদিনেও তিনি ঐ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌলিক মতভেদ কি তাহা জানিতে না। যখন সাইয়েদ সাহেব জনৈক আমীরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আপনি 'খারিজী' না 'শিয়ানে আলী'? ইহাতে তিনি চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ, এই শব্দ দুইটি সর্বপ্রথম তাঁহার কানে পড়িয়াছিল। তাই উহার অর্থ কি বুঝিতে পারেন নাই।'' (৩৯৫/৩৯৬ পৃঃ)

শিক্ষা দীক্ষা না থাকিলেও সাধারণ জ্ঞানোবুদ্ধি যতটুকু থাকিবার প্রয়োজন, তাহাও সাইয়েদ সাহেবের মধ্যে ছিল না। উপরের উদ্ধৃতি তাহাই প্রমাণ করিয়া থাকে।

বাল্যকাল হইতেই সাইয়েদ সাহেব লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী না থাকিলেও খেলাধূলার প্রতি চরম উৎসাহী ছিলেন। মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী লিখিয়াছেন, ''বাল্যকাল হইতেই সৈয়দ সাহেবের খেলার প্রতি ঝোঁক ছিল। খুব আগ্রহের সাথে হা-ডু-ডু খেলিতেন। কখনও বা বালকদিগকে দুইটি ভাগে ভাগ করিয়া দিতেন। একদল অন্য দলের দুর্গের উপর আক্রমণ করিত। 'তাওয়ারীখে আজীবাহ'তে আছে - বস্তীর সম-বয়স্ক বালকদিগকে ইসলামী লস্কর রূপে সমবেত করিতেন। জিহাদের ন্যায় উচ্চ স্বরে তকবীর ধ্বনি করিয়া মনগড়া কাফির সৈন্যদের উপর হামলা করিতেন।'' (হঃ সৈঃ আঃ শঃ ৪৩ পৃঃ)

এ পর্যন্ত যাহা আলোচনা হইল, তাহাতে কাহারো বুঝিতে বিলম্ব হওয়া উচিত নয় যে, সাইয়েদ সাহেব অত্যন্ত বোকা মানুষ ছিলেন। তিনি জীবনে কোন সময় বিদ্যা শিক্ষা করিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন না। এই সত্য তথ্যকে চাপা দেওয়ার জন্য গোলাম মোর্তজা সাহেব একটি মোটা তিরপল তৈয়ার করিয়াছেন। তিরপলটি আর একবার দেখুন - ''ইংরেজ বিতাড়ন পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এমন গাঢ় হয়ে বসে গেল যে, তিনি বিখ্যাত আলেম হওয়ার সময় আর পেলেন না।''

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলাম ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া থাকে এমন দুইটি দল 'শিয়া' ও 'সুন্নী' কি? যে সাইয়েদ সাহেব ১৯ বৎসর বয়সে তাহা বুঝিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন না। তিনি কেমন করিয়া ইংরেজদের অত্যাচার অনাচার প্রভৃতি বুঝিয়া ইংরেজ বিতাড়ন পরিকল্পনায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন যে, যাহার কারণে বিখ্যাত আলেম হইতে পারিয়া ছিলেন না? গোলাম মোর্তজা সাহেবকে খুব বেশি কিছু বলাও যাইবে না। কারণ, তিনি বলিয়া দিয়াছেন, 'চেপে রাখা ইতিহাস'! আমার মনে হইয়া থাকে, লেখক ভাল উদ্দেশ্য নিয়া সাইয়েদ সাহেবের আসল ইতিহাস গোপন করিয়াছেন। কারণ, দেওবন্দীদের উর্ধতম ধর্ম গুরু ছিলেন সাইয়েদ আহমাদ সাহেব। উর্ধতম মহান গুরুকে অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ হিসাবে পরিচয় দেওয়া লজ্জার বিষয় নয় কি! সাইয়েদ সাহেব বাল্যকাল হইতেই কাফের বলায় অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি তাহার সম-বয়স্ক বালকদের একদলকে কাফের বলিয়া আক্রমণ করিতেন। যদিও ইহা নিছক খেলাধূলা ছিল। কিন্তু তাঁহার এই স্বভাবের পরিবর্তন হইয়া ছিল না। তিনি শত শত নিরপরাধ মুসলমানকে কাফের মোর্তাদ মোনাফেক বলিয়া মরঘাটে পাঠাইছেন। এই মুহূর্তে এ সবের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

গোলাম মোর্তজা সাহেব লিখিয়াছেন, - "আলিগড়ের সৈয়দ আহমাদ ও বেরেলীর সৈয়দ আহমাদ দুজনেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ মানুষ তবে আলিগড়ী আহমাদ সাহেব পেয়েছেন ইংরেজের পক্ষ থেকে 'স্যার' উপাধি, প্রচুর সম্মান, চাকরীর পদোন্নতি প্রভৃতি। আর বেরেলীর আহমাদ সাহেব ইংরেজের পক্ষ থেকে পেয়েছেন অত্যাচার ও আহত হওয়ার উপহার। আর সবশেষে শত্রুদের চরম আঘাতে তাঁকে শহীদ হতে হয়েছে; ভারতবাসীকে শেষ উপহার দিয়ে গেছেন তিনি তাঁর রক্তমাখা কাঁচা কাটা মাথা।" (চেপে রাখা ইতিহাস ৩০৮ পৃঃ)

গোলাম মোর্তজা সাহেব আরো লিখিয়াছেন, - "সৈয়দ আহমাদ একটি ঐতিহাসিক নাম। আলিগড়ের স্যার সৈয়দ আহমাদের প্রশংসার প্রাচীর তুলে ইংরেজ চেয়েছিল বেরেলীর সৈয়দ আহমাদের বিপ্লবী নাম আড়াল করে দিতে। আর ঘটেছেও তাইঃ শতকরা ৮০ জন লোক যত সহজে স্যার সৈয়দ আহমাদকে চেনেন ঐ শতকরা ৮০ জন হজরত সৈয়দ আহমাদ বেরেলীকে তত সহজে চেনেন না; অথচ তিনিই প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের নায়ক ও অমর শহীদ।" (৫১৩ পৃঃ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইতিহাস প্রমাণ করিয়া থাকে যে, সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবী কোন সময় বৃটিশের বিরোধীতা করিয়া ছিলেন না। বরং তিনি বৃটিশের রাজত্বকে সুদৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন। বৃটিশ তাহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল এবং তাঁহাকে স্বসম্মানে পাদরী বলিয়া সম্বোধন করিত এবং তাঁহার সর্বপ্রকার সুখ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিতো। বৃটিশের পক্ষ থেকে সাইয়েদ সাহেবের অত্যাচার ও আহত হওয়ার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। অনুরূপ তাহার শহীদ হওয়ার কথাও মিথ্যা।

সাইয়েদ আহমাদের সহিত বৃটিশের ব্যবহার

মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী লিখিয়াছেন - "সাইয়েদ আহমাদ সাহেবের কাফেলা নৌকায় চড়িয়া যাইতেছিল। হঠাৎ তাহারা দেখিতে পাইল যে, জনৈক ইংরেজ ঘোড়ায় চড়িয়া কয়েকটি পাল্‌কীতে খাদ্য লইয়া নৌকায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল - পাদরী সাহেব কোথায়? হজরত (সাইয়েদ আহমাদ) নৌকা হইতে উত্তর দিলেন - 'আমি এখানে উপস্থিত আছি'। ইংরেজ ঘোড়া হইতে নামিয়া (মাথার) টুপী হাতে লইয়া নৌকায় আসিয়া অবস্থা জিজ্ঞাসা করিবার পর বলিল, আমি তিনদিন হইতে এখানে লোক রাখিয়া দিয়াছি, আপনার সংবাদ জানাইয়া দিবে। সে আজ জানাইয়া দিয়াছে, খুবই সম্ভব আজ হজরত কাফেলার সঙ্গে আপনার বাড়ির সামনে উপস্থিত হইবেন। ইহা অবগত হইয়া আমি সূর্য্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত খাদ্য তৈরী করিতে ব্যস্ত ছিলাম। তৈয়ার করিয়া আনিয়াছি। সাইয়েদ সাহেব আদেশ করিলেন, খাদ্য আমাদের পাত্রে ঢালিয়া নাও। খাদ্য লইয়া কাফেলার মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইল। ইংরেজ দুই-তিন ঘন্টা থাকিয়া চলিয়া গেল।" (সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ১৯০ পৃষ্ঠা)

'স্যার' অপেক্ষা 'পাদরী' উপাধির মূল্য কম নয়। আবার কত সুন্দর রেশনের ব্যবস্থা। আবার রেশন বিতরণের জন্য তিনদিন হইতে অপেক্ষামান। আবার যেহেতু - পীর সাইয়েদ সাহেব এখন পাদরী হইয়া গিয়াছেন, সেহেতু ইংরেজের খাদ্য বিনা যাঁচাইয়ে গ্রহন ও সঙ্গে সঙ্গে কাফেলার মধ্যে বিতরণ। এই প্রকার পরহিজ্‌গারী না থাকিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি কেমন করিয়া হইবে? 'পাদরী সাহেব কোথায়'? সাইয়েদ সাহেব তরিৎ উত্তর দিয়াছিলেন - 'আমি এখানে আছি'। সাইয়েদ সাহেবের উত্তর হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ইংরেজের

সহিত তাহার পূর্ব্ব থেকেই যোগাযোগ ছিল। তাই 'পাদরী' কে? ইহা বুঝিতে সামান্য বিলম্ব হয় নাই। ইংরেজের সহিত পাদরী সাহেবের দুই-তিন ঘন্টা কি আলোচনা হইল তাহা কিন্তু প্রকাশ হইল না। তবে কেহ যেন এই বলিয়া দুঃখ না করিয়া থাকেন যে, 'স্যার' উপাধির ন্যায় 'পাদরী' উপাধিটি ইংরেজ কর্ত্তৃক লিখিত পড়িত ছিল না।

ইংরেজের সহিত সাইয়েদ আহমাদের গোপন ষড়যন্ত্র

মির্যা হায়রাত দেহলবী লিখিয়াছেন, - "লর্ড হেষ্টিংস সাইয়েদ আহমাদের অসাধারণ কর্ম দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। দুই পক্ষের সৈনিকদের মাঝখানে একটি তাঁবু করা হইয়াছিল। উহার মধ্যে লর্ড সাহেব, আমীর খান ও সাইয়েদ সাহেবের মধ্যে আপসে একটি চুক্তি করিয়াছিলেন। সাইয়েদ সাহেব আমীর খানকে অত্যন্ত কষ্ট করিয়া বোতলের মধ্যে ভরিয়াছিলেন।" (হায়াতে তাইয়েবা ২৯৪.পৃষ্ঠা)

লর্ড সাহেব সাইয়েদ সাহেবের প্রতি কেন অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন, তাহা খুব বেশি ব্যাখা করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। কারণ, উপরের উদ্ধৃতি হইতে দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার হইয়া গিয়াছে যে, লর্ড সাহেব সাইয়েদ সাহেবকে পুতুল হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিতেন এবং যে সমস্ত আলেমকে স্বপক্ষে আনা লর্ড সাহেবের পক্ষে অসম্ভব হইত, সাইয়েদ সাহেব তাহা সম্ভব করিয়া দিতেন। যেমন আমীর খানের ন্যায় একজন কট্টর বৃটিশ বিরোধী মানুষকে সাইয়েদ সাহেব স্বপক্ষে করিয়া ফেলিয়াছেন। নিশ্চয় ইহা লর্ড সাহেবের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এইবার বলুন, ইংরেজ কোন দুঃখে তাহাদের মনের মত এজেন্ট সাইয়েদ সাহেবকে অত্যাচার ও আহত করিবে?

সাইয়েদ সাহেব বৃটিশের রাজত্বকে নিজের রাজত্ব মনে করিতেন

জাফর থানেশ্বরী লিখিয়াছেন - 'ইংরেজ সরকারের সহিত জিহাদ করিবার ইচ্ছা সাইয়েদ সাহেবের আদৌ ছিল না। তিনি বৃটিশের রাজত্বকে নিজের রাজত্ব মনে করিতেন। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, যদি ইংরেজ সরকার এই

pdf By Syed Mostafa Sakib

সময়ে সাইয়েদ সাহেবের বিরুদ্ধে হইত, তাহা হইলে হিন্দুস্তান হইতে সাইয়েদ সাহেবের নিকট কোন সাহায্য যাইত না। কিন্তু ইংরেজ সরকার এই সময়ে চাহিয়াছিল, শিখদের শক্তি কম হইয়া যাক।" (সাওয়ানেহে আহমাদী ১৩৯ পৃঃ)

দেওবন্দী জগতে খ্যাতিসম্পন্ন আলেম ও মোনাজির মাওলানা মঞ্জুর নোমানীও উল্লেখিত উদ্ধৃতির সহিত একমত। নোমানী সাহেব লিখিয়াছেন - "তিনি (সাইয়েদ আহমাদ) ইংরেজদের বিরোধীতা করিতে ঘোষণা করেন নাই। বরং কলিকাতায় অথবা পাটনায় উহাদের সাহায্য করিবার কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আরো ইহাও প্রচার রহিয়াছে, ইংরেজরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁহার সাহায্য করিয়াছে।" (আল ফুরকান শহীদ নং ৭৮ পৃঃ)

উপরের উদ্ধৃতিগুলি হইতে ভালই বুঝা যাইতেছে, সাইয়েদ সাহেব আদৌ ইংরেজ বিরোধী ছিলেন না। তাহাদের রাজত্বকে নিজের রাজত্ব মনে করিতেন। ইংরেজরাও তাহার প্রতি সাহায্য ও সহানুভূতির হাত বাড়াইয়া দিয়াছিল। ইহার পরেও যদি কেহ ইংরেজের পক্ষ হইতে সাইয়েদ সাহেবকে অত্যাচারের অভিযোগ তুলিয়া সেরা ঐতিহাসিক হইতে চাহিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের কিছু বলিবার নাই।

সাইয়েদ সাহেব বৃটিশের বিরোধীতা করিতে নিষেধ করিতেন

জাফর থানেশ্বরী লিখিয়াছেন, - "তাঁহার (সাইয়েদ সাহেবের) জীবনীগুলিতে এবং চিঠিপত্রে ২০র বেশি স্থানে পাওয়া গিয়াছে সাইয়েদ সাহেব প্রকাশ্যে ও খোলামেলা ভাবে শরীয়তের দলীল দিয়া তাহার অনুসরণকারীদের ইংরেজ সরকারের বিরোধীতা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।" (সাওয়ানেহে আহমাদী ২৪৬ পৃঃ) সাইয়েদ সাহেবের উক্তি নকল করিয়া জাফর থানেশ্বরী আরো লিখিয়াছেন - "আমরা কোন্ কারণে ইংরেজ সরকারের সহিত যুদ্ধ করিবো এবং মাজহাবী কানুন বিরোধীভাবে বিনা কারণে উভয় পক্ষের রক্ত ঝরাইবো?" (সাওয়ানেহে আহমাদী ৭১ পৃঃ)

উপরের উদ্ধৃতি কি এই কথা প্রমাণ করিয়া থাকে না যে, সাইয়েদ সাহেব কেবল বৃটিশের বিরোধীতা করিতে নিষেধ করিতেন না, বরং বৃটিশের

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিরোধীতা করা ইসলাম বিরোধী কাজ বলিয়া প্রমান করিতেন। আমার মনে হইয়া থাকে সাইয়েদ সাহেবের ন্যায় সুদক্ষ দ্বিতীয় কোন পাদরী ইংরেজের অনুগত ছিল না। এই পাদরীর প্রতি ইংরেজের অত্যাচারের কথা বলাই আসল ইতিহাস চাপিয়া দেওয়া ছাড়া কিছুই নয়।

সাইয়েদ সাহেবের চিঠির একাংশের নকল

"ইংরেজ সরকারের সহিত আমাদের কোনো শত্রুতা ও ঝগড়া নাই। কারণ, আমরা উহাদের প্রজা। বরং উহাদের স্বপক্ষে প্রজাদের অত্যাচার স্বমূলে নির্মূল করাই আমাদের দায়িত্ব।" (মাকতুবাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ, অনুবাদক সাখাওয়াত মির্যা ৩২ পৃঃ)

সাইয়েদ সাহেবের বৃটিশ বিরোধী মনোভাব কত সুদৃঢ় ছিল এবং বৃটিশ বিতাড়ন পরিকল্পনা তাহার মাথায় কেমন পাথরের ন্যায় শক্ত হইয়া বসিয়াছিল, পাঠকবৃন্দ তাহা যথেষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। এইবার বলুন, ইংরেজের নিমকখোর দালাল সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবীকে স্বাধীনতা সংগ্রামের 'মহানায়ক', 'মহাবিপ্লবী' ও 'অমর শহীদ' বলিয়া চিহ্নিত করিতে যাওয়া কি আসল ইতিহাসের উপর অত্যাচার করা নায়? গোলাম মোর্তজা সাহেব 'ইতিহাসের ইতিহাস' লিখিয়াছিলেন কিন্তু এই ইতিহাসগুলি কেন লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন না? যদি না জানিবার কারণে না লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কেমন ঐতিহাসিক? যিনি 'ইতিহাসের ইতিহাস' লিখিবেন, তিনি আবার সমস্ত ইতিহাসের খোঁজ রাখিবেন না। আর যদি জানা সত্বেও চাপিয়া দিয়া থাকেন, তাহা হইলে আসল ইতিহাসের উপর অত্যাচার করিয়াছেন। আমার মনে হইয়া থাকে, এই প্রকার কোন অত্যাচারের অভিশাপে তাহার 'ইতিহাসের ইতিহাস' বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবী শহীদ নহেন

সাইয়েদ সাহেব শহীদ কিনা, জানিবার পূর্বে 'শহীদ' কাহাকে বলা হইয়া থাকে তাহা জানা প্রয়োজন। নিছক ইসালামের জন্য যুদ্ধে প্রাণদাতাকে 'শহীদ' বলা হইয়া থাকে। ইসলাম 'নবী' ও 'রাসুল' এর পর 'শহীদ' এর মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। কোরআন ও হাদীসে শহীদের সম্মান সম্পর্কে বহু কিছু ঘোষিত

হইয়াছে। আজকাল 'শহীদ' শব্দটি বাজারী হইয়া গিয়াছে। সি. পি. এম., কংগ্রেস প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলি ব্যাপকভাবে শহীদ শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। অথচ ইসলামের শহীদের সহিত এই শহীদের কোনো দূরের সম্পর্কও নাই। সি. পি. এম., কংগ্রেস প্রভৃতি পার্টির জন্য যাহারা প্রাণ হারাইতেছেন তাহারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামী। সাইয়েদ সাহেব কি ইসলামের জন্য প্রাণ দিয়াছেন? কখনই না। বর্তমানে সাইয়েদ গোষ্ঠীর অন্যতম ঐতিহাসিক গোলাম মোর্তজা সাহেব লিখিয়াছেন, "ভারতবাসীকে শেষ উপহার হিসাবে দিয়ে গেছেন তিনি তাঁর রক্তমাখা কাঁচা কাটা মাথা।"

ভারতে হিন্দু, মুসলিম ও শিখ প্রভৃতি বহু জাতি উপজাতি বাস করিয়া থাকেন। যদি তিনি নিছক ইসলামের জন্য প্রাণ দিতেন, তাহা হইলে তাহার 'কাঁচা কাটা মাথা' ভারতবাসীর জন্য উপহার হইত না। একমাত্র মুসলমানরাই এই উপহারের উপযুক্ত। যিনি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করিবার জন্য প্রাণ দিয়াছেন তাহার কাটা মাথা কেন? আরো কিছু উপহার দিলেও কোন অমুসলিম তাহাদের স্বার্থ বিরোধী উপহার গ্রহন করিতে প্রস্তুত হইবেন না।

সাইয়েদ সাহেব ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কায়েম করিতে চাহিয়াছিলেন

দেওবন্দীদের শায়খুল ইসলাম হোসাইন আহমাদ মাদানী সাহেব লিখিয়াছেন, "যেহেতু সাইয়েদ সাহেবের আসল উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজের রাজত্ব এবং শক্তি সমূলে নির্মুল করা, যাহার কারণে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই চঞ্চল ছিল। এই কারণে তিনি তাঁহার সহিত অংশ গ্রহন করিবার জন্য হিন্দুদেরও আহ্বান করিয়াছিলেন এবং পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল দেশ হইতে বিদেশীদের শক্তিকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া। ইহার পর রাজত্ব কাহার হইবে? ইহাতে তাঁহার কোন উদ্দেশ্য নাই। যেই মানুষ রাজত্বের উপযুক্ত হইবে, হিন্দু অথবা মুসলমান অথবা উভয়েই, সেই রাজত্ব করিবে।" (নকশে হায়াত ২ খঃ ১৩ পৃঃ)

ইতিহাসের আলোকে পূর্বেই প্রমাণ করানো হইয়াছে যে, সাইয়েদ সাহেব ইংরেজের ঘনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত তাহার দূরের সম্পর্কও ছিল না। পূর্বের সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্যগুলি কবরস্থ করিয়া মুহূর্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

কালের জন্য মাদানী সাহেবের উক্তিটি যদি মানিয়া নেওয়া যায়, তবুও সাইয়েদ সাহেবকে 'শহীদ' প্রমাণ করানো সম্ভব হইবে না। কারণ, তিনি 'সেকুলার ষ্টেট' বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কায়েম করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, ধর্মনিরপেক্ষ দেশ গড়িবার জন্য প্রাণ দিলে ইসলামী 'শহীদ' হইবে না। সাইয়েদ সাহেবকে শহীদ বলাই প্রকৃত শহীদের মর্য্যাদাহানী করা। ধর্মনিরপেক্ষ দেশ কায়েম করিবার জন্য প্রাণ দিলে যদি শহীদ হইয়া থাকে, তাহা হইলে শত শত হিন্দুও প্রাণ দিয়াছেন, তাহারা কি ইসলামী শহীদ হইবেন? গোলাম মোর্তজা সাহেব কি কোনো হিন্দুকে ইসলামী শহীদ বলিয়া মনে প্রাণে স্বীকার করিয়া থাকেন?

গোলাম মোর্তজা সাহেব লিখিয়াছেন "এই ওহাবী আন্দোলনের নায়কের নাম আসলে মহম্মদ। ইংরেজদের কারসাজিতে ছেলের নামেই ইতিহাস তৈরী হয়েছে; তাদের রাখা ঐ নাম হল ওহাব। আরব দেশে যখন শির্ক, বেদআত ও অধর্মীয় আচরণ ছেয়ে গিয়েছিল তখন তা রুখতে ঐ ওহাবের পুত্র মহম্মদ প্রতিবাদী দল গড়ে তোলেন। .... আরব দেশে ওহাবী নামাঙ্কিত কোন মাযহাব বা তরিকার অস্তিত্ব নেই! এই সংজ্ঞাটির প্রচলন আরব দেশের বাইরে এবং এই মতানুসারীদের বিদেশী দুশমন, বিশেষতঃ তুর্কীদের ও ইউরোপীয়দের দ্বারা 'ওহাবী' কথাটির সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যেই প্রচলিত। ..... প্রকৃত পক্ষে আব্দুল ওহাব কোন মাযহাবও সৃষ্টি করেন নি, চার ইমামের অন্যতম ইমাম হাম্বালের মতানুসারী ছিলেন তিনি, ... তারিখ হিসাব করে দেখা যায়, আরবের মহম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাবের যখন মৃত্যু হচ্ছে তখন সৈয়দ আহমাদ বেরেলীর বয়স মাত্র এক বৎসর। তাঁর সঙ্গে এঁর কোন যোগাযোগ ছিল না স্পষ্টই প্রমাণ হয়। - 'কিতাবুত তওহীদে' হাম্বল মজহাব অনুযায়ী আব্দুল ওহাবের পুত্র মহম্মদ যা যা নির্দেশ দিয়েছিলেন তা বিস্তারিত উল্লেখিত হয়েছে। তবে তার সংক্ষেপ হচ্ছে এই ঃ ... মাধ্যম ব্যতিরেকে সরাসরি আল্লার কাছে সাহায্য চাইতে হবে। ... ... শুধু কলমা পড়ে আল্লার নাম নিয়ে কোন হালাল পশু জবেহ করলেও তা হালাল খাদ্য হবে না, যদি তার চরিত্র মোটামুটি কলঙ্ক মুক্ত না হয়। তাছাড়া তিনি কবরের উপর সৌধ নির্মাণ, কবরকে ইঁট ও পাথর দিয়ে বাঁধানো প্রভৃতির উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন। এগুলো শুধু তাঁর মুখের কথাই ছিল না, বাস্তবে রূপ দিতে মক্কা ও মদিনার অনেক নামজাদা মনীষীর কবর তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন।" (চেপে রাখা ইতিহাস ৩১৪/১৫/১৬ পৃঃ)

লেখক 'ওহাবী' সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা আদৌ সত্য নয়। শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার মত ব্যাপার করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে কিন্তু স্থানাভাবে সম্ভব হইবে না।

'ওহাবী' আন্দোলনের নায়ক ছিলেন মোহাম্মাদ। মোহাম্মাদের পিতার নাম আব্দুল ওহাব। আরবী প্রথায় অনেক ক্ষেত্রে পুত্রের কর্ম পিতার দিকে সম্বোধন হইয়া থাকে। যেমন ইসলামের চারটি মাজহাবের মধ্যে একটির নাম 'হাম্বালী'। এই 'হাম্বালী' মাজহাবের ইমামের নাম 'আহমাদ'। ইমাম আহমাদের পিতার নাম 'হাম্বল'। 'হাম্বাল' সাহেব কোন মাজহাবের জনক ছিলেন না। ইমাম আহমাদ ছিলেন মাজহাবের নায়ক বা জনক। অথচ মাজহাবের নামকরণ 'আহমাদী' না হইয়া 'হাম্বলী' হইয়াছে। এখানেও কি ইংরেজদের কারসাজি রহিয়াছে?

হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র নাম 'মোহাম্মাদ' শব্দের সম্মান দেওয়া ঈমান ও ইসলামের অঙ্গ। যেহেতু ওহাবী মতবাদের নায়কের নাম 'মোহাম্মাদ'। সেইহেতু উলামায়ে কিরামগণ লক্ষ্য করিয়াছেন, এই মোহাম্মাদের ইসলাম বিরোধী মতবাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়া সাধারণ মানুষ মোহাম্মাদ নাম উচ্চারণ করতঃ অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিতে পারে, যাহাতে পবিত্র 'মোহাম্মাদ' শব্দের বেআদবী হইবে। এই কারণে উলামাগণ দলের নাম 'মোহাম্মাদী' আখ্যা না দিয়া 'ওহাবী' আখ্যা দিয়াছেন। (আনওয়ারে আহমাদী ৩১৪ পৃষ্ঠা)

আরব দেশে 'ওহাবী' নামে কোন মাজহাব না থাকিলে কি 'ওহাবী' বলিয়া কোন মতবাদ থাকিতে পারে না? মতবাদের জন্য মাজহাব হওয়া শর্ত নয়। হাদীস পাকে তিয়াত্তরটি দলের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। তাহাদের মতবাদ চার মাজহাব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। "মাধ্যম ব্যতিরেকে সরাসরি আল্লার কাছে সাহায্য চাইতে হবে।" ইহা হাম্বলী মাজহাবের মত নয়। ইহা ফলাও করিয়া হাম্বলী মাজহাবের মত বলা হইয়াছে। মক্কা ও মদীনার অনেক নামজাদা মনীষীর কবর ভাঙ্গিয়া ইসলামের কি উন্নতি করিয়াছেন?

'কিতাবুত তাওহীদ' এর কয়েকটি অংশের অনুবাদ

(১) "অতএব কোন ব্যক্তি নবী ও তাঁহার অনুসরণকারীগন কে পূজা করে এমন কি তাঁহাদিগকে নিজের শাফায়াতকারী ও সাহায্যকারী বলিয়া বিশ্বাস করে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইহা নিকৃষ্টতম শির্ক।"

নবী ও ওলীর সম্মান করা ইসলাম ও ঈমানের অঙ্গ। আম্বিয়া ও আউলিয়াগণ শাফায়াত করিতে পারিবেন, ইহা কোরআন হাদীস হইতে প্রমাণিত। কিন্তু মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাবের ধারণায় এইগুলি হইল শির্ক।

(২) "যে ব্যক্তি নবী ও ওলীকে নিজ সাহায্যকারী বলিয়া বিশ্বাস করে সে ব্যক্তি এবং আবু জাহেল একই শ্রেণীর মুশ্‌রেক।"

কোরআনে আল্লাহ্ পাক হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে মুসলমানদিগের সাহায্যকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু ওহাবীর মতে রাসুলকে সাহায্যকারী ধারণা করিলে আবু জাহেলের ন্যায় মুশ্‌রেক হইতে হইবে।

(৩) "যে ব্যক্তি ইহা বলে যে, ইয়া রসুলাল্লাহ আমি আপনার নিকট শাফায়াতের জন্য প্রার্থনা করিতেছি অথবা ইহা বলে যে, হে মুহম্মদ, আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবার জন্য আল্লাহর নিকট দোওয়া করুন কিংবা ইহা বলে যে, হে মুহম্মদ, আমি আপনার ওয়াসীলা (মাধ্যম) হইতে আল্লাহর দিকে ধাবিত হইতেছি এবং প্রত্যেকে যাহারা নবীকে এইভাবে ডাকে তাহারা সবাই বড় মুশ্‌রেক।"

এখানে হুজূরকে 'ইয়া রাসুলাল্লাহ' বলিয়া আহ্বান ও তাঁহাকে শায়াতকারী ধারণা করাকে শির্ক বলা হইয়াছে।

(৪) "নবী" ও ওলীর কবর এবং সমস্ত বুতের (ঠাকুরের) দিকে সফর করা বড় শির্ক।"

আম্বিয়া ও আউলিয়াগনের পবিত্র রওজা যিয়ারত করিতে যাওয়া শির্ক বলিতেছে। (নাউজুবিল্লাহ) অথচ কোরয়ান ও হাদীসে ইহার বহু দলীল রহিয়াছে।

(৫) "অগ্রবর্তী লোকগণ 'লাত', 'উয্‌যা', ও 'সোওয়া' (নামক ঠাকুর) কে পূজা করিত এবং পরবর্তী লোকগণ মুহম্মদ, আলী এবং আবদুল কাদেরকে পূজা করে অথচ লাত, উয্‌যা ও সোওয়া এবং মুহাম্মদ, আলী ও আব্দুল কাদের সকলেই হইতেছে সমান।"

ইহার পরেও কি কোন মুসলমান কিতাবুত তাওহীদের অনুবাদ শুনিতে ধৈর্য্য রাখিতে পারে? হুজূর সাইয়েদুল মুরসালীন, হজরত আলী ও গওস পাক আবদুল কাদের জীলানীকে সরাসরি প্রতিমার সঙ্গে তুলনা করিতেছে! ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল কি এই প্রকার ঈমান ও ইসলাম বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিতেন? ('কিতাবুত তাওহীদ' এর অনুবাদ 'কে ঈমানদার পুস্তক' হইতে অবিকল নকল করা হইল)

হোসাইন আহমাদ মাদানীর কলমে

মোহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী ১৩ শতাব্দীর প্রথম দিকে আরবের 'নজদ' নামক স্থানে প্রকাশ হইয়াছিলেন। যেহেতু তিনি ভ্রান্ত ধারণা ও বাতিল আকীদাহ পোষণ করিতেন। এই কারণে তিনি আহ্‌লে সুন্নাত অল্ জামাআতের সহিত যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড করিয়াছেন। তিনি তাহার ধারণার উপর চলিবার জন্য আহলে সুন্নাতকে বাধ্য করিতেন। সুন্নীদের ধনসম্পদ লুটের মাল এবং হালাল ধারণা করিতেন। তাহাদিগকে হত্যা করা সওয়াবের কাজ ও রহমাত ধারণা করিতেন। বিশেষ করিয়া মক্কা ও মদীনাবাসীকে এবং সাধারণভাবে সমস্ত আরববাসীকে কঠিন কষ্ট দিয়াছেন। পূর্ববর্তী ইমামগণ এবং তাহাদের অনুসারীগণের সম্পর্কে অত্যন্ত কটু ভাষা ও বিয়াদবীমূলক কথা ব্যবহার করিয়াছেন। বহু মানুষ তাহার অত্যাচারে মক্কা ও মদীনা শরীফ ত্যাগ করিয়াছেন। হাজার হাজার মানুষ তাহার এবং তাহার সৈন্যদের হাতে শহীদ হইয়াছেন। মোট কথা, তিনি একজন অত্যাচারী, বিদ্রোহী, রক্তপিপাষু ও ফাসেক মানুষ ছিলেন। এইসব কারণে তাহার প্রতি এবং তাহার অনুসারীদের প্রতি, বিশেষ করিয়া আরববাসীর আন্তরিক হিংসা ছিল এবং আছে। এতই হিংসা রহিয়াছে যে, এই প্রকার হিংসা না ইহুদীদের প্রতি, না ইসায়ীদের প্রতি, না অগ্নি পূজকদের প্রতি ও না হিন্দুদের প্রতি। আরববাসীরা তাহাদের থেকে এতই অত্যাচার পাইয়াছেন, যাহার কারণে তাহারা ইহুদী ও ইসায়ীদের অপেক্ষা ওহাবীদের প্রতি বেশি দুঃখ ও হিংসা পোষণ করিয়া থাকেন।

(১) মোহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাবের ধারণা ছিল, সমস্ত আলেম ও সমস্ত দেশের মুসলমান মোশ্‌রেক ও কাফের। তাহাদের সহিত যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড করা এবং তাহাদের ধন সম্পদ লুট করিয়া নেওয়া হালাল, জায়েজ বরং ওয়াজিব।

(২) ওহাবী এবং তাহাদের অনুসারীদের আজও এই ধারণা রহিয়াছে যে, আম্বিয়া আলাইহিস সালামগণের হায়াত কেবল ঐ সময় পর্যন্ত, যতদিন তাঁহারা দুন্‌ইয়াতে ছিলেন। তারপর তাঁহারা এবং অন্যান্য মোমেনগণ মরণের দিক দিয়া সমান। যদি মৃত্যুর পর তাহাদের জীবন থাকে, তাহা হইলে তাহা বরযাখী জীবন, যাহা হাদীস হইতে প্রমাণিত। তাহাদের একাংশ নবীর দেহ রক্ষার

pdf By Syed Mostafa Sakib

পক্ষপাতি কিন্তু তাহা রুহের সহিত বিচ্ছিন্নভাবে। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের হায়াত সম্পর্কে বহু ওহাবীর মুখে এমনই কটু ভাষা শোনা গিয়াছে, যাহা উচ্চারণ করা নাজায়েজ।

(৩) হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওজা পাক যিয়ারত করা ওহাবীরা বেদআত হারাম ইত্যাদি লিখিয়া থাকে এবং যিয়ারতের জন্য সফর করা নাজায়েজ ধারণা করিয়া থাকে। আবার অনেকেই যিয়ারতের জন্য সফর করাকে ব্যভিচারের সমপর্যায় বলিয়া থাকে। যদি কেহ মসজিদে নবুবীতে যায়, তাহা হইলে হুজুরের প্রতি দরুদ সালাম পাঠ করিয়া থাকে না এবং রওজার দিকে মুখ করিয়া দোয়া করিয়া থাকে না।

(৪) ওহাবীরা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সম্পর্কে অত্যন্ত কটু ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। হুজুরকে নিজেদের মতই ধারণা করিয়া থাকে। তাহাদের ধারণা যে, ইন্তেকালের পর আমাদের প্রতি হুজুরের কোন অধিকার নাই, আমাদের প্রতি তাঁহার কোন দয়া ও উপকার নাই। তাই তাঁহার অসীলা দিয়া দোয়া করা নাজায়েজ বলিয়া থাকে। আরো বলিয়া থাকে, আমাদের হাতের লাঠি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অপেক্ষা বেশি উপকারী। আমরা লাঠি দ্বারা কুকুর তাড়াইয়া থাকি, হুজুরের দ্বারায় তাহাও করা যায় না।

(৫) ওহাবীরা 'বাতেনী ইল্ম' আধ্যাত্মিক বিদ্যা শিক্ষা করা অযথা কাজ ও বেদআত বলিয়া থাকে এবং আউলিয়ায় কিরামগণের কথা ও কর্মকে শির্ক বলিয়া থাকে।

(৬) ওহাবীরা নির্দিষ্ট কোন ইমামের অনুসরণ করাকে শির্ক বলিয়া থাকে। চার ইমাম এবং তাহাদের অনুসরণকারীদের সম্পর্কে অত্যন্ত কটু ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই কারণে তাহারা আহলে সুন্নাত অল জামাতের বিপরীত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভারতের 'গায়ের মুকাল্লিদ' - লামাজহাবী (তথাকথিত আহলে হাদীস) সম্প্রদায় ঐ জঘন্ন দলের অনুসরণকারী। আরবের ওহাবীরা সাময়িক হাম্বলী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা আদৌ হাম্বলী মাজহাব অবলম্বী নয়।

(৭) বদমাইশ ওহাবীরা হুজুরের প্রতি বেশি দরুদ সালাম পাঠ করা, দালায়েলুল খয়রাত শরীফ পাঠ করা জঘন্নতম নাজায়েজ মনে করিয়া থাকে।

(৮) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মীলাদ শরীফ পাঠ করাকে জঘন্নতম বেদআত বলিয়া থাকে। ওহাবীরা যখন মক্কা, মদীনার উপর ক্ষমতায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

আসিয়াছিল, তখন মীলাদ শরীফ করিবার কারণে হাজার হাজার মানুষকে শহীদ করিয়া দিয়াছে। (আশ্‌শিহাবুস্ সাকির ৪২ পৃঃ হইতে ৬৮ পৃঃ পর্যন্ত)

যেহেতু হোসাইন আহমাদ মাদানী গোলাম মোর্তজা সাহেবের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র, যাহার পবিত্র নাম 'চেপে রাখা ইতিহাসে' একাধিক স্থানে উচ্চারণ করিয়াছেন। উলামায়ে দেওবন্দও মাদানী সাহেবকে 'শাইখুল ইসলাম' বলিয়া স্মরণ করিয়া থাকেন। এই কারণে মাদানী সাহেবের কলমে মোহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব তথা ওহাবীদের মতবাদ লিপিবদ্ধ করা হইল। বর্তমান ওহাবীদের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গোলাম মোর্তজা সাহেব মাদানী সাহেব সম্পর্কে কি অভিমত প্রকাশ করিবেন তাহা এই মুহূর্তে বলা দুষ্কর! নিরপেক্ষ পাঠকবৃন্দ, ঈমান শর্তে বলুন, একজন মুসলমান যাহার রক্ত, মাংসের সহিত ঈমান ও ইসলামের সম্পর্ক রহিয়াছে, তিনি কি ওহাবীদের মতবাদ মানিতে পারিবেন? ওহাবীদের মুসলমান বলিয়া গণ্য করিতে পারিবেন? ওহাবীদের দ্বারায় মুসলমানেরা যেভাবে অত্যাচারিত হইয়াছে, আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের পবিত্র ইয়াদ্‌গার ও রওজাগুলি যেভাবে ধুলিস্যাৎ হইয়াছে, ইসলামের ইতিহাসে উহার নজির পাওয়া বিরল। এই জঘন্ন বর্বর অত্যাচারী ওহাবী সম্প্রদায়কে ইসলামের একনিষ্ঠ খাদেম হিসাবে দেখাইবার জন্য অদ্ভুত ঐতিহাসিক চমৎকার ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, "আরব দেশে যখন শির্ক বেদআত ও অধর্মীয় আচরণ ছেয়ে গিয়েছিল তখন তা রুখ্‌তে ঐ ওহাবের পুত্র মহম্মদ প্রতিবাদী দল গড়ে তোলেন।" লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবী ওহাবী ছিলেন

মোহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাবের সহিত সাক্ষাৎ না হইলেও সাইয়েদ সাহেব ওহাবী মতাবলম্বী ছিলেন। যেমন - আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সাইয়েদ আহমাদ বলিয়াছেন "হিন্দুস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে যে পাহাড়ী সম্প্রদায় থাকে, উহারা সুন্নী মাজহাব হানিফী সম্প্রদায় .... যেহেতু এই পাহাড়ী সম্প্রদায় উহাদের (সাইয়েদ সাহেব ও ঈসমাইল দেহলবীর) আক্বায়েদের বিপরীত ছিল। এই কারণে ঐ ওহাবী (সাইয়েদ আহমাদ) তাঁহার মতবাদ পাহাড়ীদের আদৌ মানাইতে পারেন নাই। কিন্তু পাহাড়ীরা শিখদের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়াছিল। এই কারণে শিখদের উপর আক্রমণ করিবার জন্য ওহাবীদের পরিকল্পনায় অংশ গ্রহন করিয়াছিল। কিন্তু যেহেতু এই সম্প্রদায় মাজহাব

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিরোধীতায় অত্যন্ত কঠোর ছিল, সেইহেতু এই সম্প্রদায় শেষে ওহাবীদের সহিত প্রতরণা করিয়া শিখদের সহিত সন্ধি করতঃ মৌলবী মোহাম্মাদ ঈসমাইল সাহেব ও সাইয়েদ আহমাদ সাহেবকে শহীদ করিয়াছিল। (মাকালাতে স্যার সাইয়েদ নবম খণ্ড ১৩৯ পৃঃ)

স্যার সাইয়েদ আহমাদের উক্তি হইতে আসল রহস্য প্রকাশ হইয়া গেল যে, অর্থ ও পার্থিব স্বার্থের কারণে সাইয়েদ সাহেবের সহিত পাহাড়ীদের মতবিরোধ হইয়াছিল না। বরং সাইয়েদ সাহেবের ওহাবী মতবাদকে পাহাড়ীরা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। যাহার কারণে সাইয়েদ সাহেব পাহাড়ী হানিফীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। পাহাড়ীরা রণকৌশল অবলম্বনে শিখদের সহিত সন্ধি করতঃ ইসলামের মহাশত্রু ওহাবী সাইয়েদ সাহেব ও তাঁহার বাহিনীকে উপযুক্তভাবে শাস্তি প্রদান করিয়াছিল। এই মুহূর্তে বলা কি অন্যায় হইবে যে, সাইয়েদ সাহেবের 'কাঁচা কাটা মাথা' ভারতবাসীর জন্য উপহার ছিল না। মুসলমানদের জন্যেও উপহার ছিল না। উহা প্রকৃত পক্ষে ওহাবীদের জন্য উপহার ছিল।

হয়তো অনেকেই ধারণা করিতে পারেন যে, স্যার সাইয়েদ আহমাদ ইংরেজদের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া সাইয়েদ সাহেবকে ওহাবী বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। এই ধারণা কিন্তু আদৌ ঠিক নয়। সাইয়েদ সাহেব নিঃসন্দেহে ওহাবী ও ইংরেজদের এজেন্ট ছিলেন, যাহা দেওবন্দীদের পরম বুজর্গ শায়েখ আব্দুল হক হাক্কানীর উক্তি হতেও প্রমাণ হয়। আব্দুল হক সাহেব 'তাফসীরে হাক্কানী'র প্রথম খণ্ডে ১১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন - "সাইয়েদ আহমাদ প্রথম জীবনে শাহ ওলী উল্লাহর পৌত্র মৌলবী মাখসু সুল্লার খিদমাতে আসিয়া সামান্য আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাবীজ ও ঝাড়ফুঁক করাও শিখিয়াছিলেন। কিন্তু যখন এই ব্যবসা চলিল না, তখন বৃটিশ সরকারের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং খোদা প্রদত্ত নিজ প্রতিভায় ভাল আসনও পাইয়াছিলেন। তারপর কট্টর ওহাবী ও মৌলবী ইসমাঈল সাহেবের অনুসারী হইয়া যান।

গোলাম মোর্তজা সাহেব লিখিয়াছেন - "ইংরেজরা মুসলমান বিপ্লবীদের মতিগতি লক্ষ্য ক'রে, ঐ আন্দোলন যে তাদের বিরুদ্ধে অব্যর্থ আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি করছে তা বুঝতে পেরেছিল। তাই তারা কতকগুলো দরিদ্র ও দুর্বলমনা আলেমকে টাকা দিয়ে মুড়িয়ে তাদের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিল - তোমরা যুগ যুগ ধরে যা করে আসছ তা করতে থাক। এই বিপ্লবীরা আসলে

ওহাবী; ওরা নবী, সাহাবী ও ওলীদের কবর ভাঙার দল। ইংরেজ তাদের প্রচারে যোগ দিয়ে বলল, ১৮২২ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমাদ মক্কায় যান, ওখানে গিয়েই তিনি ওহাবী মতে দীক্ষা গ্রহন করেন। অথচ এটা একেবারে মিথ্যা।" (চেপে রাখা ইতিহাস ৩১৬ পৃষ্ঠা)

ইংরেজরা যে সমস্ত দরিদ্র ও দুর্বলমনা আলেমকে টাকা দিয়ে মুড়িয়ে তাহাদের স্বপক্ষে করিয়াছিল, সেই সমস্ত আলেমদের মধ্যে কমপক্ষে দুই একজনের নাম উল্লেখ করা হইল না কেন? ওহাবীরা কি নবী, সাহাবী ও ওলীদের কবর ভাঙার দল নয়? সৈয়দ আহমাদ কি ওহাবী ছিলেন না?

রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীর প্রভু ইংরেজ সরকার

মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেব বলিয়াছেন - "যখন আমি বৃটিশ সরকারের অনুগত, তখন ঐ সমস্ত মিথ্যাবাদীদের কথায় আমার লোম ব্যাঁকা হইবে না। আর যদি আমি মরিয়া যাই, তাহা হইলে সরকার আমার মালিক। উহার অধিকার রহিয়াছে, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে।" (তাজকিরাতুর রশীদ ১ খঃ ৮০ পৃঃ) অনুরূপ গাঙ্গুহী সাহেব ইংরেজকে 'দয়ালু সরকার' বলিয়াছেন। (তাজকিরাতুর রশীদ, ৭০ পৃষ্ঠা)

যে বৃটিশ সরকার মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হুলি খেলিয়াছে, মুসলমানদের লাশকে গাছে ঝুলাইয়া চিল ও শকুনকে খাওয়াইয়াছে, পবিত্র মসজিদগুলিকে ঘোড়া বাঁধিয়া অপবিত্র করিয়াছে এবং শাহ জাফরের খাবারের পাত্রে তাহার পুত্রের মস্তক কাটিয়া দিয়াছে; সেই দুশমন সরকারকে গাঙ্গুহী সাহেব 'দয়ালু সরকার' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন এবং তিনি তাহাদের প্রকৃত 'অনুগত' ছিলেন বলিয়া স্বীকারও করিয়াছেন। 'অনুদান' না পাইলে কি অনুগত হইয়া থাকে? 'দয়া' না পাইলে কি দয়ালু বলিয়া থাকে? গাঙ্গুহী সাহেবের প্রতি ইংরেজের 'অনুদান' ও 'দয়া' ছিল বলিয়াই তো গাঙ্গুহী সাহেব সরকারের 'অনুগত' ছিলেন এবং 'দয়ালু সরকার' বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন! আশাকরি লেখক নিরপেক্ষ ভূমিকা অবলম্বনে চিন্তা করিলে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন, ইংরজে যে দরিদ্র ও দুর্বলমনা আলেমকে টাকা দিয়ে মুড়িয়েছিল, সেই হতভাগ্য দরিদ্র ও দুর্বলমনা আলেম আর কেহ নয়, তিনি হইলেন জনাব রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী। যে সমস্ত আলেম 'ওহাবীদের কবর ভাঙার দল' বলিয়াছিলেন, তাঁহারা সরকারের পয়সায় পেশাবও করিয়া দিয়াছিলেন না।

ওহাবীরা প্রকৃতই কবর ভাঙার দল

কেহ অসাবধানতা বশতঃ মসজিদ অপবিত্র করিয়া ফেলিলে মসজিদ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে? না মসজিদ পবিত্র করিতে হইবে? নাকের উপর মাছি বসিলে নাক কাটিয়া ফেলিতে হইবে? না মাছি তাড়াইয়া দিতে হইবে? আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের পবিত্র রওজাগুলিতে যদি কোন প্রকার শরীয়ত বিরোধী কাজ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেগুলি বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। বেদ্বীন বর্বরদের মত ভাঙ্গিয়া দেওয়ার অধিকার কে দিয়াছে? গোলাম মোর্তজা সাহেব স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, "মক্কা ও মদীনার অনেক নামজাদা মনীষির কবর তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন।" এইবার বলুন ওহাবীরা কি কবর ভাঙার দল হইল না? ইংরেজদের পাছাতে মুখ লাগাইয়া নাক্ সিটকানী দেওয়ার কারণ কি? ওহাবীরা যে সমস্ত নামজাদা মনীষীর কবর ধ্বংস করিয়াছিল, সেই মনীশীদের একজন হজরত উসমান গণি রাদী আল্লাহু আনহু। যাঁহার পবিত্র সমাধির উপর বিরাট সৌধ নির্মাণ ছিল। বেদ্বীন বর্বরেরা হজরত উসমান হইতে আরম্ভ করিয়া শত শত সাহাবার পবিত্র সমাধি ধুলিসাৎ করিয়াছে। পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র রওজা শরীফ ধ্বংস করিবার অপবিত্র পরিকল্পনা নিয়া যাহারা তথায় উপস্থিত হইয়াছিল, খোদাই ব্যবস্থায় এক বিষধর সর্পের দংশনে তাহারা নিপাৎ হইয়াছে। এই প্রকারে আল্লাহ তাঁহার প্রিয় হাবীবের পবিত্র রওজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

কবর ভাঙার অপবিত্র কাজে স্বয়ং সাইয়েদ

সাইয়েদ সাহেব স্বয়ং কয়েক হাজার ইমামবাড়া ভাঙিয়াছেন এবং পঞ্চাশ হাজার ইমামবাড়া ভাঙাইয়াছেন। অনুরূপ তিনি স্বয়ং কবরও ভাঙিয়াছেন। (আরওয়াহে সালসা ১২৯/১৪১ পৃঃ)

যখন সৌদীর বর্বরেরা তথাকার মাজার ও পবিত্র স্থানগুলি ধুলিসাৎ করতঃ অপবিত্র কাজ সমাধা করিয়াছিল, তখন সাইয়েদ সাহেবের সিলসিলার ওহাবীপন্থী জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পক্ষ হইতে বর্বরদের অভিনন্দন বার্তা পাঠাইয়াছিল। আজও সাইয়েদ সাহেবের মতানুসারী উলামায়ে দেওবন্দ আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের মাজারগুলি ধ্বংস করিবার পরিকল্পনায় দৃঢ় রহিয়াছেন। ইহাদের কথা হইল, যে স্থানে পূর্ণ শক্তি সঞ্চয় হইয়া গিয়াছে, মাজারগুলি

pdf By Syed Mostafa Sakib

ধুলিসাৎ করিলে হাঙ্গামা সৃষ্টি হইবে না, সেই স্থানে ধ্বংস করিতে হইবে। আর যদি হাঙ্গামা সৃষ্টি হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে বিলম্ব করিতে হইবে। (ফাতাওয়ায় দারুল উলুম দেওবন্দ খঃ ১ পৃঃ ৩৭৩)

ভারতের ওহাবীয়াতের বীজ বপণকারী সাইয়েদ সাহেব

পূর্বেই স্যার সাইয়েদ আহমাদ আলীগড়ীর বিবৃতি ও আব্দুল হক হাক্কানীর উক্তি হইতে প্রমাণ হইয়াছে যে, সাইয়েদ সাহেব ওহাবী ছিলেন। মাধ্যমিক হইতে আরম্ভ করিয়া ডিগ্রি কোর্স পর্যন্ত ভারতের সমস্ত ইতিহাসগুলিতে সাইয়েদ সাহেবকে ওহাবীয়াতের বীজ বপণকারী বলা হইয়াছে। বাংলাদেশ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন হইতে যে সমস্ত বই পুস্তক প্রকাশ হইতেছে, তাহাতে সাইয়েদ আহমাদকে ওহাবী বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। যথা, ১৯৮১ সালে প্রকাশিত 'ইতিহাস কথা কয়' পুস্তকে ১১৭ পৃষ্ঠায় আছে, "সৈয়দ আহমাদ ছিলেন ওহাবী আন্দোলনের একজন নেতা।" .... "সৈয়দ আহমাদ সবেমাত্র মক্কা থেকে ফিরেছেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন নূতন মন্ত্র - ওহাবী মতবাদ।" .... মক্কা থেকে ফিরে সৈয়দ আহমাদ ওহাবী মতবাদ প্রচার করতে শুরু করেন। সাইয়েদ সিলসিলার আলেমগণ ওহাবী বলিয়া গৌবর করিতেছেন

যেহেতু ওহাবীরা অমার্জনীয় অপরাধ করিয়াছে, সেইহেতু তাহারা বিশ্ব মুসলিমদের কাছে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত। তাহারা বহুকাল ধরিয়া নিজদিকে 'ওহাবী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিত। সৌদীর ওহাবীরা প্রথম অবস্থায় নিজদিগকে হাম্বলী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। বর্তমানে তাহারা 'ওহাবী' পরিচয় দিয়া গৌরব করিতেছে। ১৯৭৯ সালে মুজহিদে মিল্লাত আল্লামা হাবীবুর রহমান আলাইহির রহমাহ মসজিদে নবুবীর বড় ইমাম শায়েখ আব্দুল আজীজের সহিত অসীলা সম্পর্কে বাহাস করিয়াছিলেন। উক্ত বাহাসের শর্তনামাতে আব্দুল আজীজ সাহেব নিজেকে ওহাবী বলিয়া স্বাক্ষর করিয়া ছিলেন।(হরফে হাক্কানীয়াত ২৩ পৃঃ) অবিভক্ত ভারতে সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবীর সিলসিলা ভুক্ত দেওবন্দী উলামাগণ নিজদিগকে ওহাবী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিয়া থাকেন। ইহারা নিজদিগকে হানিফী বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। কিন্তু ইদানিং ইহারা ওহাবীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবার অনেকেই সগৌরবে নিজেকে ওহাবী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন তাবলিগী জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের ইন্তেকালের পর তাঁহার প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে আলোচনা কালে মাওলানা মাঞ্জুর নোমানী বলিয়াছিলেন - ''আমি আমার সম্পর্কে পরিষ্কার বলিতেছি, ''আমি বড় কঠিন ওহাবী।'' ইহার উত্তরে তাবলিগী নেসাবের লেখক মাওলানা জাকারিয়া সাহেব বলিয়াছিলেন, ''মৌলবী সাহেব, আমি নিজেই তোমার থেকে বড় ওহাবী।'' (সাওয়ানেহে ইউসুফ ১৯১/১৯৩ পৃঃ)

গোলাম মোর্তজা সাহেব প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, ওহাবী ধর্ম নামে পৃথিবীতে কোন ধর্ম বা মতবাদ নাই, উহা ইংরেজের চক্রান্তে ও কারসাজিতে একটি কাল্পনিক ফিরকার নাম। যদি ইহা সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে একটি মৌলিক প্রশ্ন থাকিয়া যাইবে যে, আরবের শায়েখ আব্দুল আজীজ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের শায়েখ জাকারিয়া পর্যন্ত কেহ ইংরেজের চক্রান্ত বুঝিতে পারিলেন না? কেন তাহারা নিজেদের নামের সহিত 'ওহাবী' শব্দ যুক্ত করিয়া কাল্পনিক ফিরকার সদস্য হইলেন? আমরা কি আশা রাখিতে পারি, কোনদিন এই সামান্য প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাইব? মাঞ্জুর নোমানী ও মাওলানা জাকারিয়া সাধারণ আলেম ছিলেন না। তাহারা ছিলেন দেওবন্দীদের নিকটে দেবতা তুল্য। তাহারা নিজেদের ওহাবী বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই। বরং একে অপরের থেকে বড় ওহাবী হইবার জন্য পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীতা আরম্ভ করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গ এখানে ইতি করিবার পূর্বে শেষ কথাস্বরূপ বলিতেছি, সাইয়েদ সাহেব একজন পাক্কা ওহাবী ও ইংরেজের পলিটিক্যাল এজেন্ট এবং ভণ্ড পীর ছিলেন, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। অতএব, পাক-ভারত উপমহাদেশে যাহাদের আধ্যাত্মিক সিলসিলার ঊর্ধতন পীর সাইয়েদ সাহেব, তাহাদের সিলসিলা অবশ্যই বাতিল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

লেখকের কলমে প্রকাশিত

(১) 'মোসনাদে ইমাম আ'যম এর অনুবাদ
(২) তাবলিগী জামায়াতের অবদান
(৩) জুময়ার সুন্নী খুতবাহ
(৪) কুরয়ানের বিশুদ্ধ অনুবাদ 'কান্‌যুল ঈমান'
(৫) মোহাম্মাদ নুরুল্লাহআলাইহিস সালাম
(৬) সলাতে মোস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
(৭) সলাতে মোস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা
(৮) দুয়ায় মোস্তফা (৯) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (জীবনী)
(১০) 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকা প্রথম হইতে ষষ্ঠ সংখ্যা
(১১) সেই মহানায়ক কে? (১২) কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত?
(১৩) তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য
(১৪) 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (১ম খন্ড)
(১৫) 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (২য় খন্ড)
(১৬) 'আনওয়ারে শরীয়ত' এর বঙ্গানুবাদ
(১৭) মাসায়েলে কুরবানী (১৮) হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
(১৯) 'আল মিস্‌বাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ
(২০) সম্পাদকের তিন কলম (২১) সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ
(২২) 'সুন্নী কলম' পত্রিকা তিনটি সংখ্যা
(২৩) তাম্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস্‌সালাম
(২৪) নফল ও নিয়াত (২৫) দাফনের পূর্বাপর
(২৬) দাফনের পরে (২৭) বালাকোটে কাল্পনিক কবর
(২৮) এশিয়া মহাদেশের ইমাম
(২৯) ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী
(৩০) মক্কা ও মদিনার মুসাফির